যায়যায়দিন

তারিখ 05 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষার আলো বঞ্চিত প্রতিবন্ধীরা

এই পরিস্থিতির অবসান জরুরি

শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। ফলে শিক্ষা অর্জনকে সহজ ও নিশ্চিত করতে একটি দেশের সার্বক্ষণিক তৎপরতার কোনো বিকল্প নেই। যে কোনো জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব যে অপরিসীম তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা অর্জনকে গতিশীল না করতে পারলে কোনো পদক্ষেপই সফলতার মুখ দেখবে না। শিক্ষার অধিকার সুস্থ মানুষের যেমন, তেমনিভাবে প্রতিবন্ধীদেরও। যদি এমন হয় কোনো কারণে প্রতিবন্ধীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তবে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে অবশ্যই এ রকম পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

সম্প্রতি দৈনিক যায়যায়দিনের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশই শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে মূলধারায় নিয়ে আসতে দেশে নিয়মনীতি থাকলেও নেই কোনো বাস্তবায়ন। ফলে মোট প্রতিবন্ধীর প্রায় ৯০ শতাংশই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এই তথ্য শুধু আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের এমন নয়, লজ্জারও। কেননা সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদেরও শিক্ষা গ্রহণের অধিকার একই সমান। আর তা প্রদানে যখন নিয়মনীতির বাস্তবায়ন হচ্ছে না তখন এর দায় সরকারের ওপরই বর্তায়।

প্রসঙ্গত, দেশে পাঁচটি সরকারি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ ছাড়া সরকারি সাতটি শ্রবণ প্রতিবন্ধী স্কুল আছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত আসন নেই, যা দিয়ে সব প্রতিবন্ধীর শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থাকলেও তা এক আতঙ্কের নাম। যেখানে ভর্তি মানেই কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ খরচ। প্রতি মাসে কয়েক হাজার টাকা শুধু বেতন বাবদই অভিভাবকদের গুনতে হয়। ফলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মধ্যবিত্ত ও গরিবদের নাগালের বাইরে। এ ছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুর একটি বড় অংশ দরিদ্র পরিবার থেকে আসা। ফলে একদিকে যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, অন্যদিকে অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও খরচসহ নানা সমস্যার কারণে নেতিবাচক সামাজিক মনোভাবও বিদ্যমান।

একটি বিষয় আশার সঞ্চার করে যে প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূতকরণ এবং শিক্ষা প্রদানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সাধারণ স্কুল-কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ২ শতাংশ কোটা রাখা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলে শিক্ষকদের জন্য প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয়ে বিশেষ চ্যাপ্টার সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মিত যে কোনো একাডেমিক ভবনে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের চলাচলের জন্য র‍্যাম্পের সিস্টেম রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো এখানেও অনিয়ম আর উদাসীনতার প্রভাব স্পষ্ট। কেননা, কাগজে-কলমে এত ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই! যেখানে আইনে বলা আছে, বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষায়িত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান, তাদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, অনধিক ১৮ বছর বয়সী প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগসহ নানা সুযোগ-সুবিধার কথা- সে ক্ষেত্রে এসব বিষয়ের বাস্তবায়নে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই, যা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক নয়।

আমরা মনে করি যেসব প্রতিবন্ধী শিক্ষাবঞ্চিত হবে তারা দেশের জন্য যদি বোঝা হয়ে ওঠে, তবে এর দায় এই সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের। কেননা যে কোনো আইন, নিয়ম-নীতির বাস্তবায়ন করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। বিদ্যমান আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন করুন এবং প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার পেছনের কারণগুলো চিহ্নিত করে সমাধানে পদক্ষেপ নিন। এটা ভুলে যাওয়া যাবে না- শিক্ষার আলো ছাড়া কোনো জাতির পক্ষেই আলোকিত হওয়া সম্ভব নয়।